The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

লাবীদ ইবনু রাবি'আহ রা. এর কবিতায় গৌরবগাথা ও ইসলামী ভাবধারা উপস্থাপন শৈলী

[Representation of Heroic and Islamic Ambience in Labid Ibn Rabi'ah's (RA) Poetry]

Dr. Muha. Ubaidullah
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 03 March 2025
Received in revised: 28 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Representation, Heroic, Islamic Ambience, Poetry, Labid Ibn Rabi'ah's RA.

ABSTRACT

Labid ibn Rab'i'ah (RA) is recognized as one of the foremost poets of the Jahiliyyah (pre-Islamic) and early Islamic periods. His upbringing in a family renowned for its generosity and valor deeply shaped his character and worldview. Labid possessed an extraordinary memory and a remarkable ability to compose poetry spontaneously. While his fame in the Jahiliyyah era largely stemmed from his celebrated Mu'allaqat (suspended odes), his literary repertoire extended to numerous shorter compositions. His poetry is distinguished by its dual focus on tribal pride during the pre-Islamic period and Islamic ideals after his conversion. The glorification of tribal honor, valor, and heritage forms a central theme in Labid's pre- Islamic poetry. Ancient Arab poets often composed verses extolling their lineage, tribal achievements, leadership, and the generosity of their clans. They also celebrated practices such as revelry, wine consumption, and romantic associations with women and musicians, viewing these as hallmarks of pride and honor. Labid's early works mirror these societal norms, showcasing his tribe's magnanimity, valor, and cultural customs. His poetry epitomized the prevailing ethos of the Jahiliyyah era, emphasizing pride in tribal identity and social status. With the advent of Islam, Labid's poetic themes underwent a significant transformation. A devout Muslim and a memorizer of the Qur'an, he immersed himself in its study and teachings. His later poetry reflects the influence of Islamic theology and moral principles, focusing on themes such as monotheism (Tawhid), the significance of prayer (Salah), the reality of the afterlife, and the inevitability of divine accountability on the Day of Judgment. His verses became vehicles for imparting spiritual lessons, drawing directly from the Qur'an and Hadith to guide and admonish society. Through his poetic expressions, Labid became an advocate for the moral and ethical framework of Islam, abandoning the hedonistic elements of his earlier works. Labid's contributions to Arabic poetry are unparalleled, securing his places a luminary in both the Jahiliyyah and Islamic eras. Born in 570 CE into the noble Amir tribe, he lived a life marked by artistic brilliance and spiritual transformation. He passed away in Kufah in 41 AH (661 CE). Labid's poetic legacy serves as a testament to his versatility, seamlessly intertwining the grandeur of tribal glory with the profound ideals of Islamic thought. This study highlights the evolution of Labid's poetry, exploring its dual dimensions-its celebration of pre-Islamic tribal pride and its subsequent embodiment of Islamic philosophy.

ভূমিকা

ইসলামী সাহিত্য এবং আরব কবিতার ধারায় লাবীদ রা. এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি জাহিলি যুগের চরম উৎকর্ষর কাব্যচর্চা থেকে ইসলামী ভাবধারায় আত্মস্থ কবিতার এক আশ্চর্য রুপান্তরের নজির স্থাপন করেন। তাঁর কাব্যে যেমন আমরা পাই মরুর বেদুইন জীবনের গৌরবগাথা, তেমনি ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত চেতনার গভীর প্রতিফলন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা স্তরের জন্য লাবীদের কবিতা শুধু সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর কাব্যে গৌরবগাথা ও ইসলামী ভাবধারার প্রকাশ এবং কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁর সাহিত্য পড়ানো, বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা যায় তা পঠন পাঠন পদ্ধতির আলোকে উপস্থাপন শৈলী ব্যাখ্যা করা হবে।

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

কবি লাবীদ রা. এর জন্ম

কবি লাবীদ রা. ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরব দেশের ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত আমির গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তার জন্ম সাল নিয়ে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে তাঁর জন্ম সন ৫১৪।[২] অনেকের ধারনা ৫৪০ থেকে ৫৪৫ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইবনে আবদ্ রাব্বীহির আল-ইকদুল ফারীদ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৫০৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্য ভাগের কোন এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪] তাঁর জন্মসন সম্পর্কে R. A. Nicholson বলেন, "Labid was born in the latter half of the Sixth Century."[৫]

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর পুরো নাম লাবীদ ইব্ন রাবী'আতুল আমিরী।[৬] তাঁর প্রকৃত নাম - লাবীদ, উপনাম-আবূ আকীল। তবে আরবী সাহিত্যে তিনি লাবীদ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।[৭] কবির পিতা রাবী'আতুল আমিরী তিনি আরবের ঐতিহ্যবাহী হাওয়াযিন গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধনী, দানশীল, ও উদার ব্যক্তি, দানশীলতার কারণে তিনি জাহিলী আরবে (ربيعة المقترين) রাবি'আতুল মুকতিরীন' বা অসহায়দের বসন্ত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৮] তার মাতার নাম তামিরা বিন্তু জাম্বা।[৯] তিনি ছিলেন আব্স গোত্রের একজন স্বনামধন্য রমনী। লাবীদের বংশ পরম্পরা অতি দীর্ঘ। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ:

লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ ইবন আমির ইব্ন সা'সা'আ, ইব্ন মু'আবীয়া ইব্ন বকর ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মনসুর ইব্ন ইকরিমা-ইব্ন খাসাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান ইব্ন মুযার।[১০]

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

কবি লাবীদ রা. অভিজাত ও ঐতিয্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বেড়ে উঠেন। পিতৃ ও মাতৃকুল উভয় গোত্রই মর্যাদার উচ্চ আসনে ছিল অধিষ্ঠিত। পিতা রাবী'আতুল আমিরী বদান্যতার জন্য ছিলেন তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব। পিতৃব্য আবুল বরা ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা, তিরন্দাজ ও বর্ষা বিশারদ আরেক পিতৃব্য মু'আবীয়াও ছিলেন প্রঙ্গাশীল ও মহাজ্ঞানী ফলে তিনি অনুকুল পরিবেশে পতিপালিত হয়েছিলেন। পারিবারিক বদান্যতা ও শোর্য-বীর্যের আদর্শ তার মনের মনিকোঠায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। জীবন্ত কবি অনুকুল পরিবেশ পেয়ে অল্প দিনের মধ্যে হলেন প্রানবন্ত। বীরত্বে কবিত্বে অশ্বারোহনে অসিচালনায় এবং মশী আল্পনায় হয়ে উঠেছিলেন সিদ্ধ হস্ত।[১১]

যাহিলী যুগে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন প্রচলিত না থাকলেও লাবীদ রা. পারিবারীক ও সামজিক শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কবিতা, বংশের ইতিহাস, যুদ্ধের কৌশল এবং কাব্যিক উপমা ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠেন তিনি প্রবীন কবিদের সভায় অংশ নিয়ে শ্রবন ও পাঠের মাধ্যমে কাব্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করেন। কুরাইশদের কবি গোত্রপতি ও সমাজ পতিদের সাথে তাঁর মেলামেশা তাঁকে প্রভাবিত করে।[১২]

কবি প্রতিভার বিকাশ

কবি লাবীদ ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন বালক। তাঁর গোত্রীয় লোকেরাও ছিলেন সে কালে সৎগুণাবলীতে ভূষিত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। বংশের ঐতিহ্যে তিনি অনুকূল পরিবেশে অতি অল্প দিনের মধ্যেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ছোট হতেই তিনি ছিলেন ভাব-গম্ভীর ও চিন্তাশীল। সে চিন্তা ছিল একজন শিল্পীর এবং ভাব ছিল একজন স্বভাব কবির। কৈশোরেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। ফলে অল্প বয়স হতেই তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।[১৩]

লাবীদ রা. ছিলেন যুগ ক্রান্তিকালের কবি। একাধারে জাহিলী যুগের আদর্শ বেদুইন কবি এবং ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহাবা কবি। আরবরা তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে প্রদান করেছেন উচ্চ মর্যাদা।

কোন কোন সমালোচকদের মতে, 'মু'আল্লাকা কবি গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর স্থান চতুর্থ'।[১৪] অবশ্য কবি যুররুম্মা তাঁকে প্রাক ইসলামী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৫] ড. হান্না নাসর আল-হিত্তীর ভাষায়, 'তিনি জাহিলী যুগে তাঁর গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।'[১৬] ইয়াহইয়া আল-যাবুরীর মতে, 'লাবীদ রা. জাহিলী ও ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।'[১৭]

কবি লাবীদ রা. ছিলেন সরলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর মন ছিল শিশুর মত সরল; কিন্তু অন্তর ছিল সাগরের মত উদার। ইসলামী জীবনে অহংকারের লেশ মাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। জ্ঞানীর গুণ, মানীর মান এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করতে তাঁর ছিল না কোন সংকোচ।

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আরবের সর্বাপেক্ষা বড় কবি কে? তিনি নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন: ইমরাউল 'কায়স; পূনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারপর বড় কবি কে? তিনি বলেছিলেন, ত্বরাফা; পূনরায় তাকে প্রশ্ন করা হয়, তারপর কে? উত্তরে তিনি বলেন, (আবু আকীল) লাবীদ।[১৮] এই বক্তব্য হতে অনুধাবন করা যায় লাবীদ রা. নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যথা যোগ্য ধারণা পোষণ করতেন।

লাবীদ রা. এর ইসলাম গ্রহ

কবি লাবীদ রা. ৯ম হিজরীতে তিনি স্বীয় প্রতিনিধি দলের সংগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত ছত্রগুলো পেশ করলেন,

أتيناك يا خير البرية كلها * لترحمنا مما لقينا من الأزل

أتيناك والعذراء تدمى لبانها * وقد ذهلت أم الصبى عن الطفل

فإن تدع بالسقيا وبالعفو ترسل الـ * سماء لنا والأمر يبقى على الأصل.[১৯]

'হে মহান নবী, আমরা এসেছি লইয়া বিপুল আশা,
মন্বন্তরের বিপদে পড়িয়া ভুলিয়া গিয়েছি ভাষা।
অনাহারে হায় যুবতীদেরও শুকায়ে গিয়েছে বুক,
সন্তানে ভুলি জননী জাতিরা কাঁদিয়া ভাষাছে মুখ।
আল্লাহর দরবারে করুন প্রার্থনা, পাতিয়া যুগল হাত,
তাহলে আমরা পাইব শান্তি, হইবে বৃষ্টিপাত।'

মহানবী সা. কবি লাবীদের আবেদন শ্রবণ করে বললেন, আল্লাহ পাক অচিরেই বৃষ্টি নাযিল করবেন। দেশ আবার শান্তি পল্লবে পরিশোভিত হবে। তৎপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আল-বাকারার ১৬ হতে ২২ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনালেন।[২০]

কবি লাবীদ রা. পবিত্র কুরআনের অনুপম রচনাশৈলী, ভাষার ঝংকার, অপূর্ব আলংকারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ভংগী শ্রবণে বিমোহিত হয়ে তখনই হযরত মুহাম্মদ সা. এর পবিত্র হাতে হাত মিলিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জীবন করেন ধন্য।[২১] লাবীদ রা. এর জীবনীকারগণ প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁর ইসলামী জীবন হয়েছিল সর্বাংগ সুন্দর।[২২]

লাবীদ রা. এর ইন্তিকাল

লাবীদ রা. এর জন্ম ও মৃত্যু সন নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও তিনি যে, দীর্ঘ জীবন উপভোগ করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় বয়সের ভারে ন্যুজের চিত্র ফুটে উঠে। কবি বলেন,

ولقد سئمت من الحياة وطولها * وسؤال هذا الناس كيف لبيد.[২৩]

'বয়সের ভারে হয়েছি অচল, বিপদ লাগিয়া আছে, মানুষের শুধু প্রশ্ন এখন লাবীদ কেমন আছে?'

অধিকাংশ জীবনীকারদের মতে তিনি হযরত মুয়াবীয়া রা. এর আমলে ৪১ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে ১৪৫ বৎসর বয়সে কুফায় ইন্তিকাল করেন।[২৪] সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কবি লাবীদের মু'আল্লাকার বিষয়বস্তু

কবি লাবীদ রা. মূলতঃ তাঁর সামগ্রিক কাব্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রতিভার নিকষ পাথর হচ্ছে তার মু'আল্লাকা। এ মু'আল্লাকা স্মরাই তাঁর কবি খ্যাতি দিবা লোকের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাক ইসলামী যুগে তাঁর খ্যাতি মু'আল্লাকা কেন্দ্রিক হলেও মু'আল্লাকা ব্যতীত ছোট বড় অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছেন। তিনি যথাসাধ্য অশ্লীল শব্দ পরিহার করেছেন।[২৫] আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক এইচ. এ. আর. গীব লাবীদের মু'আল্লাকাকে মরুভূমি ও বন্য প্রাণীর জীবন্ত দৃশ্য সম্বলিত জাহিলী যুগের আরবী কবিতার সেরা নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন।[২৬] তাঁর কাব্যের রচনাশৈলী অনুপম, শব্দ সম্ভার মুক্তা সদৃশ, বর্ণনা রীতি ত্রুটিমুক্ত, চিন্তাধারা আধুনিক এবং বিষয় বস্তু অত্যন্ত উপদেশ পূর্ণ।

এই মু'আল্লাকায় রয়েছে, প্রিয়ার বিচ্ছেদজনিত অভিমানের বিপরীতে কবির ক্ষোভ এবং ভগ্নাবশেষের বিচিত্র উপমা মরু জীবন ধারার স্বার্থক রূপায়ন, উষ্ট্রীর প্রশংসা, গর্দভ ও গর্দভীর উপমা এবং বন্য চামরীর তুলনা ও করুণ কাহিনী, শত্রুর বিরুদ্ধে সফল গুপ্তচরবৃত্তি ও দুঃসাহসিক কর্ম তৎপরতা, মানবতার সেবায় উদার হস্তে দান ও দরিদ্রের উপর দয়া, গোত্রীয় মর্যাদার গৌরব বর্ণনা ও উপসংহারে নীতি কথা।[২৭]

কবি লাবীদ রা. এর মু'আল্লাকার ভূমিকাংশের পর্যালোচনা করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, জাহিলী যুগের কবিগণ প্রেমিকার বাস্তুভিটার ভগ্নাবশেষের ক্ষীণ নিদর্শন অবলোকন করতঃ প্রণয় ছবির অতীত স্মৃতি মন্থন করে কাব্যের সূচনা করতেন। কবি লাবীদ রা. ও তার ব্যতিক্রম নন। তিনিও তাদের গতানুগতিকতার প্রত্যয় ঠিক রেখে মু'আল্লাকার প্রথম যামে ২১ পংক্তিতে প্রেমমূলক আলোচনা করেছেন।[২৮]

তিনি প্রেমিকাহীন অঞ্চলে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে রাজী নন, আর সেই জন্য তিনি চপলা মেঘের মত দ্রুত গতি সম্পন্ন তাঁর উষ্ট্রীর বর্ণনা দিয়েছেন পরের তিন ছত্রে।[২৯] প্রসঙ্গতঃ সেই উষ্ট্রীর সার্থক জীবন ধারা বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিনি পরবর্তী ১৯ ছত্রে এক জোড়া গর্দভ-গর্দভীর কল-কোলাহল হতে দূরে গিয়ে নির্জনে বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩০]

অবশেষে নেকড়ে কর্তৃক নিহত সন্তান শোকে বিহ্বলা এক বন্য গাভীর সঙ্গে তাঁর উষ্ট্রীর তুলনা দিয়ে উপমার অতি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন।[৩১]

অতঃপর অভিমানিনী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কবি সাত পংক্তি জুড়ে গায়িকা, নর্তকী সমভিব্যাহারে পান ভোজনে মত্ত হয়ে দিনাতিপাত করার কথা বর্ণনা করেছেন।[৩২]

উপসংহারে ২৬টি ছত্রে তিনি নিজের শৌর্য-বীর্য, দান-ধ্যান, দয়া দাক্ষিণ্য, স্বজন প্রীতি, গোত্রের সংরক্ষণের জন্য সফল গুপ্তচরবৃত্তি এবং গোত্রীয় যশগাঁথা বর্ণনা করে স্বীয় মু'আল্লাকার যবনিকা টেনেছেন। উক্ত চিত্রগুলিকে কবি সুনিপুন হস্তে চিত্রিত করে অসামান্য সিদ্ধি লাভ করেছেন। এমন চিত্তাকর্ষক চিত্র আরবী কাব্যে বিরল। প্রকরণেও গীতি কবিতার ঝংকারের সাক্ষাৎ এবং নাটকের সংঘাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৩৩]

কবি লাবীদ রা. ছিলেন আরবী সাহিত্যের প্রকৃষ্ট দিশারী। তাই তাঁর অধিকাংশ কবিতা সংকলিত হয়ে দিওয়ান আকারে মুদ্রিত হয়েছে। সর্ব প্রথম ইউসুফ যিয়াউদ্দীন আল-খালিদী কর্তৃক ১৮৮০ খ্রি. তাঁর দিওয়ান ভিয়েনা হতে প্রকাশিত হয়। তৎপর ক্রেমার কর্তৃক একটি দিওয়ান প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রি. লিডেন হতে। এরপর লিডেন হতে হুবার কর্তৃক দুটি দিওয়ান কবির জীবনীসহ ১৮৮৭ খ্রি. ও ১৮৯১ খ্রি. প্রকাশিত হয়।[৩৪]

বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি হতে ডক্টর ইহসান হাবীব কর্তৃক ১৯৬২ খ্রি. তাঁর সর্বশেষ দিওয়ান প্রকাশিত হয়।[৩৫] কবির দীর্ঘগীতি কাব্যটি বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ফলে অন্যান্য ভাষা-ভাষীর ন্যায় বাংলা ভাষী উৎসাহী পাঠকের জন্য কবি লাবীদ রা. এর কাব্যরস আহরণ হয়েছে সহজতর।

লাবীদের কবিতায় গৌরবগাথা

কবি লাবীদ ইবন রাবী'আহ (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত প্রখর স্মৃতি শক্তি অধিকারী। আরবী সাহিত্যের যে কোন শাখায় তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে কবিতা রচনা করতে পারতেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তার আবদান শুধু চতুর্থ মু'আল্লাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আরবী কাব্য সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর দিবালোকের মত বিদ্যমান। যেমন তিনি ফখর, রসা, অসফ, হিজা, হিকমা, গজল এবং মাদাহ প্রভৃতি বিষয়ে রচনা করেছেন। তাবে তিনি গৌরবগাথা লিখায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

الفخر বা গৌরবগাথা

الفخر শব্দটি বাংলা ভাষায় গৌরবগাথা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন আরবী কবিতার এটি একটি উল্লেখ যোগ্য দিক। জাহিলী যুগের কবিগণ তাদের বংশ কৌলিন্য, শৌর্য- বীর্য, ঐতিহ্য এবং নেতৃত্ব প্রভৃতি গৌরবান্বিত বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন।[৩৬]

প্রথমতঃ মদ্যপান, বন্ধু-বান্ধব, নায়িকা ও গায়িকা সমভিব্যাহারে আড্ডা দেয়াকে প্রাচীন কবিগণ গর্বের বিষয় মনে করতেন। কবি লাবী ও তার ব্যতিক্রম নয় তিনিও নায়িকাদের নিয়ে সুরা পানের বর্ণনা করে বলেন,

بل أنت لا تدرين كم من ليلة * طلق لذيذ لهوهاو ندامها

قدبت سامرها وغاية تاجر * وافيت اذ رفعت وعزمدامها[৩৭]

'(হে আমার প্রেয়সী) বরং তুমি জাননা, আমি কত বসন্তের মনোরম রজনী অতিবাহিত করেছি যে রজনির আয়েশপূর্ণ পান পিয়ালা, সুখের মহড়া আর বন্ধুসহ পাণের আসর আমার নিকট কতই উপভোগ্য ছিল। এমন মনোরম কতরাত্রী আমি গল্পের আসর জমিয়ে কাটিয়েছি এবং আমি শরাব খানায় এমতাবস্থায় পৌঁছেছি যখন শরাব বিক্রেতা সাইনবোর্ড লাগিয়ে উচ্চমূল্যে শরাব বিক্রয় করত।'

কবির গোত্র ছিল অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী, তারা এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক যে, কোন সমস্যা সমাধানের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হলে তাদিগকে নেতা-নির্বাচন করা হত। আর তাঁর বংশের লোকেরাই করে থাকেন তার সুষ্ঠ সমাধান। ফলকথা তাদের নেতাগণ এমন উপর্যুক্ত যে, মানুষের অধিকার ও হক যথাযথভাবে ষোলআনা প্রদান করে থাকেন। এতটুকু কমবেশীর নেই কোন আশংকা। কবি স্বীয় বংশের গৌরব বর্ণনা করে বলেন,

إنا إذا التقت المجامع لم يزل * منا لزاز عظيمة جشامها

ومقسم يعطى العشيرة حقها * ومغذمر لحقوقها هضامها[৩৮]

'আমরা এমনি মর্যাদাবান জনগোষ্ঠীর মানুষ, যখন কোন সম্মিলিত সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তখন সর্বদাই আমাদের গোত্র হতে বৃহ' কাজের দায়িত্ব গ্রহণকারী একজন যোগ্য নেতা অবশ্যই থাকে। আমাদের গোত্র প্রতি প্রত্যেক গোত্রকে তার প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে বন্টন করেন এবং স্বীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করে হলেও অন্যের দাবী পুরণে যথেষ্ট যত্নশীল।'

কবির গোত্রের সরদারগণ ব্যক্তিগত গুণে গুণান্বিত নয়। এ গুণরাজি তাদের পূর্ব-পুরুষ হতে বংশ পরম্পরায় মিরাষ সূত্রে প্রাপ্ত। তারা ছিলেন নেতা, ইমাম এবং আইন কানুন প্রণয়নকারী মহা বিচারক, তাদের আইন মানুষ মেনে চলেছে এবং চলতে থাকবে। স্বীয় গোত্রের গৌরব গাথায় তিনি আরো বলেন,

من معشرسنت لهم اباؤهم * ولكل قوم سنة وإمامها[৩৯]

'তিনি এমন এক গোত্রের সন্তান, যার পিতৃপুরুষগণ তাদের জন্য দান দক্ষিণার এই সুনীতির প্রথা চালু করে গেছেন। প্রতিটি গোত্রেরই কিছু ঐতিহ্য ও অনুকরনীয় আদর্শ রয়েছে।'

কবি লাবীদের মানবতা, উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা, আমানত দারিতার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে নিজ গৌরব ও বংশগৌরবের কথা তুলে ধরেন। তিনি স্বজন এবং প্রতিবেশীর প্রতি পুরোপুর সজাগ ছিলেন। তিনি দানে ছিলেন অকৃপণ। কবি বলেন,

فضلا وذو كرم يعين على الندى * سمح كسوب رغائب غنامها[৪০]

'এটি তিনি বন্টন করেন মহত্ত্বের খাতিরে, তিনি একজন উদার ও দয়ালু ব্যক্তি যিনি দান-দক্ষিণায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর অর্জিত প্রচুর মূল্যবান সম্পদ তিনি আপন লোকদের মাঝে দু'হাতে বন্টন করে দেন।'

কবি লাবীদের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা

কবি লাবীদ রা. ইসলামী যুগে যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন, তার ধারা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিজ। কুরআন শরীফ গবেষণা করতেন আর সমাজকে কুরআন, তাওহীদ, নামাজ, জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত ও হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং কুরআন ও হাদীসের মর্মানুযায়ী কবিতা রচনা করতেন।[৪১] স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁর একটি কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একাধিক সহীহ হাদীসে আছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ قال: اصدق كلمة قالها الشاعر (كلمة) لبيد.[৪২]

'হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আরব কবিগণ যে সমস্ত কথা বলেছেন তার মধ্যে লাবীদের কথাই সমধিক সত্য।' যেমন কবি লাবীদ বলেন,

الا كل شئ ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل.[৪৩]

'আল্লাহ ছাড়া ধরার বুকে বাতিল যেন সব * সর্বসুখ ধ্বংস হবে, শুধু বাকী থাকবে রব।'

উপরোক্ত কবিতাটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের মর্মে রচনা করেছেন।[৪৪] আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.[৪৫]

'ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত সমস্তই ধ্বংস হবে; আর আপনার রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহত্ত্ব এবং দয়ার অধিপতি।'

আল্লাহ ভীতি হচ্ছে উৎকৃষ্ট আমল। কল্যাণ ও অকল্যাণ সব কিছু তাঁরই হাতে। আল্লাহ এক। প্রভুত্ব পরিচালনায়, সৃষ্টি মহিমায় এবং প্রতিপালনের গরিমায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। প্রবৃত্তির পূজা পরিহার করতে হবে আর হতে হবে সতর্ক পথচারী। তা হলে পরম প্রভুর চরম অনুকম্পা লাভে জীবন হবে ধন্য। লাবীদ রা. ইসলাম গ্রহনের পর তিনি তাওহীদ ও ন্যায় নীতি সম্পর্কে নিম্ন লিখিত কবিতাটি বলেন,

وباذن الله ريشى وعجل *ان تقوى ربنا خير نفل

بيديه الخير ما شاء فعل *احمد الله ولا ند له

ناعم البال ومن شاء اضل *من هداه سبل الخير اهتدى[৪৬]

'আল্লাহ ভীতি উত্তম আমল জানিবে নিশ্চয়, অগ্রপশ্চাত একমাত্র তাঁর আদেশে হয়। প্রশংসা করি সেই প্রভুর, যাঁর অংশীদার নাই, শুভাশুভ তাঁর হাতে যা ইচ্ছা করেন তাই। যাকে তিনি সুপথ দেখান, সেই হয় ধন্য, বক্রপথে চলে যে জন, সে হয় নগন্য।'

ইসলাম গ্রহণের পর আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি বলেছিলেন,

الحمد لله اذ لم ياتنى اجلى * حتى لبست من الإسلام سربالا[৪৭]

'আল্লাহর প্রশংসা, আমি ইসলামী ভূষণে * ভূষিত হওয়ার পূর্বে ধরেনি মরণে।'

অনেকেই মনে করেন যে, উপরোক্ত ছত্রটি লাবীদ রা. এর ইসলাম গ্রহণের পর রচিত একমাত্র কবিতা।[৪৮] আবার কারো কারো মতে নিম্নের কবিতাটি লাবীদ রা. এর ইসলামী জীবনে রচিত একমাত্র কবিতা,

ما عاتب المرء الكريم كنفسه * والمرء يصلحه الجليس الصالح[৪৯]

'সুধী যাঁরা আত্মার তাঁরা াকরে সংশোধন * সংশোধনে সাহায্য করে প্রকৃত বন্ধুগণ।'

পাঠ পরিকল্পনা

- প্রাথমিক পাঠ: ছাত্রছাত্রীদের কবিতার আরবী মূল ও অনুবাদ সরবরাহ করা।
- পটভূমি আলোচনা: লাবীদ রা.-এর জীবনী, কাব্যিক যুগ, ইসলাম গ্রহণের প্রভাব।
- মূলভাব ও বার্তা বিশ্লেষণ: কবিতার মূল বক্তব্য এবং ইসলামী ভাবধারা শনাক্ত করা।
- শব্দ বিশ্লেষণ: কঠিন শব্দ, অলংকার ও ছন্দ বোঝানো।

পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: গৌরবগাথা (বীরত্ব, মর্যাদা) এবং ইসলামী মূল্যবোধ (তাওহিদ, আখিরাত) আলাদা করে বিশ্লেষণ।

সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণ: অলংকার (রূপক, উপমা), ছন্দ, প্রতীক এবং আবেগমূলক চিত্র তুলে ধরা।

তুলনামূলক পাঠ: অন্যান্য সাহাবি কবি যেমন হাসান ইবনে সাবিত রা. এর কবিতার সাথে তুলনা।

সহায়ক কার্যক্রম

- গ্রুপ আলোচনা: কবিতার অংশ নিয়ে ভাব বিনিময়।
- উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর: শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা ও উত্তর সেশন।
- সৃজনশীল কার্যক্রম: শিক্ষার্থীদের দিয়ে ইসলামী ভাবধারায়কবিতা রচনা করানো।

সাহিত্যিক শৈলী বিশ্লেষণ

ভাষার সরলতা ও শক্তি

লাবীদ রা.-এর কবিতার ভাষা সহজ হলেও দার্শনিক গভীরতায়ভরা। তাঁর শব্দ চয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আবেগপূর্ণ। ইসলামের আগে ও পরে, উভয় সময়েই তিনি ভাষার দৃঢ়তা ধরে রেখেছেন।

কাব্যিক অলংকার

- উপমা ও রূপক: মরণ জীবনের উপমা যেমন- জীবন স্রোতের মতো গড়িয়ে যায়"।
- অনুভব ও চিত্রকল্প: প্রকৃতির মাধ্যমে আখিরাতের কথা স্মরণ করানো হয়।

ইসলামী ভাবধারা

- তাওহিদ ও তাকওয়া: কবিতায়সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্ব, কুদরত, ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব তুলে ধরা হয়।
- আখিরাত চেতনা: মৃত্যু, বিচার দিবস ও জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা থাকে।
- ইবাদত ও বিনয়: কাব্যে অহংকারের পরিবর্তে বিনম্রতা প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগের সেতুবন্ধনরূপে আবির্ভূত হয়ে যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতফল স্বরূপ আরবী কাব্য সাহিত্য আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের গৌরবময় মহাসনে সমাসীন, কবি লাবীদ রা. তাঁদের অন্যতম। তিনি আরবী কাব্য সাহিত্যের দিগন্তব্যাপী মহাকাশের তারকারাজির মধ্যে উজ্জল নক্ষত্র। তিনি যুগ ক্রান্তিকালের কবি। একাধারে জাহিলী যুগের আদর্শ বেদুইন কবি এবং ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহাবা কবি। দুই বিশিষ্ট যুগের চির স্মরণীয় মুখাযরিম কবি। আরবরা তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসা করতঃ তাঁকে প্রদান করেছেন অতি উচ্চ মর্যাদা। অবশ্য প্রাক ইসলামী যুগে তাঁর খ্যাতির কষ্টি পাথর হচ্ছে স্বীয় মু'আল্লাকা। এ মু'আল্লাকা আরবী কাব্য সাহিত্যের উর্বর ফসল। ইসলামী যুগেও তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনুকরণে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগেই কবিতা রচনা করে কাব্য জগতে অমরত্ব লাভ করেছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ইয়াহইয়া আল-জাবুরী, *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ আল-আমিরী* (বাগদাদ: মাতবা'য়াহ আল-মা'আরিফ ১ম সং, ১৯৬২), পৃ. ২৪ (এ উৎসটি পরবর্তীতে *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ* নামে ব্যবহৃত হবে)।

২ আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূত: দার আল-মা'আরিফাহ, ১৯৯৫), পৃ. ৫৩ (এ উৎসটি পরবর্তীতে আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত নামে ব্যবহৃত হবে)।

৩ ড. উমার ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৩১।

[৪] আব্দু সাত্তার, কবি সাহাবা লাবীদ (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫।

[৫] Reynold. A. Nicholson, *A Literary History of The Arabs* (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), P. 119 (Henceforth this source may be referred to as R. A. Nicholson.)

[৬] জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবীয়া*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দার মাকতাবাহ আল - হায়াত, ১৯৯২), পৃ. ১০৭ (এ উৎসটি পরবর্তীতে জুরজী যায়দান নামে ব্যবহৃত হবে।)

[৭] ইকবাল সাইলো, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমন্টিসিজম (ঢাকা: সবুজ পাতা প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬১।

[৮] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, *কিতাব আল - আগানী*, ১৫শ খণ্ড (কায়রো: দার আল - কুতুব আল - মিসরীয়াহ, ১৯৫৯), পৃ. ৩৬১ (এ উৎসটি পরবর্তীতে *কিতাব আল - আগানী* নামে ব্যবহৃত হবে।)

[৯] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৮৯।

[১০] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯; A. J. Arberry, *The Seven Odes* (Newyork: The Macmillan Company, 1957), P. 121

[১১] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১; *দিওয়ান লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ আল - আমিরী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০।

[১২] *পূর্বোক্ত*।

[১৩] ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *প্রাচীন আরবী কবিতা* (কলকাতা: বাণী বুক স্টল, ৩য় সং, বৈশাখ, ১৩৯৭), পৃ. ১২১।

[১৪] *প্রাচীন আরবী কবিতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪।

[১৫] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।

[১৬] *দিওয়ান লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।

[১৭] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।

[১৮] তদেব, পৃ. ৬৪; *কিতাব আল - আগানী*, ১৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭২।

[১৯] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।

[২০] *প্রাচীন আরবী কবিতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪।

[২১] *পূর্বোক্ত*।

[২২] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮; *জওয়াহির আল-আদাব*, ২য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।

[২৩] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬; *কিতাবুল আগানী*, ১৫শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬২।

[২৪] আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেম, ১ম প্র: ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭৮; Ignaze Goldziher, A Short History of Arabic Literature (Hyderabad: The Islamic culture Board, 1958), p. 17.

[২৫] K.A. Fariq, History of Arabic Literature (Delhi: Vikas Publications, 1972), p. 84-85; লাবীদ ইবন রাবীদয়াহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

[২৬] H.A.R. Gibb, Arabic Literature (Oxford: Oxford University Press, 1963), p. 24.

[২৭] সাবআ' মু'য়াল্লাকাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১; প্রাচীন আরবী কবিতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪২।

[২৮] *পূর্বোক্ত*; K.A. Fariq, op.cit., p. 86.

[২৯] *Ibid*; লাবীদ ইবন রাবী'য়াহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

[৩০] *পূর্বোক্ত*; প্রাচীন আরবী কবিতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭।

[৩১] *পূর্বোক্ত*।

[৩২] K.A. Fariq, op.cit., p. 87; লাবীদ ইবন রাবী'য়াহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

[৩৩] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮; K.A. Fariq, op.cit., p. 87.

[৩৪] জুরজী যায়দান, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯; লাবীদ ইবন রাবী'য়াহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬; প্রাচীন আরবী কবিতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০।

[৩৫] K.A. Fariq, op.cit., p. 87.

[৩৬] ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী, আল-উমদাহ, ২য় খণ্ড (প্রকাশনালয়ের নাম ও তারিখ বিহীন), পৃ. ১৪৩; আল-হায়াহ আল-আদাবিয়্যাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪; আসাস আল-বালাগাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৬; লিসান আল-আরাব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮; ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, আল-শি'র আল-জাহিলী (বৈরূত: আল-মাতবা'আহ আল-কাছুলীকিয়্যাহ, ১৯২৯), পৃ. ২০।

[৩৭] *দিওয়ান লাবীদ ইবন রাবী'আহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৭-২২৯।

[৩৮] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।

[৩৯] *পূর্বোক্ত*; *দিওয়ান লাবীদ ইবন রাবী'আহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০।

[৪০] *পূর্বোক্ত*; *দিওয়ান লাবীদ ইবন রাবী'আহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০-১৮৪।

[৪১] ড. শাওকী যাইয়্যিফ, আল-আসর আল-ইসলামী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১১১৯), পৃ. ৯০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।

[৪২] মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ৩য় খণ্ড (দিল্লী: তা.বি.), পৃ. ৩০৮; মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *মুসলিম আল সহীহ*, ২য় খণ্ড (দিল্লী: তা.বি.), পৃ. ২৩৯; *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৬-৩২৭; আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আততিরমিযী, আল-জামি আল-তিরমিযী, *আল-সহীহ*, ২য় খণ্ড (দিল্লী: তা.বি.), পৃ. ১০৮; লাবীদ ইবন রাবী'য়াহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

[৪৩] *পূর্বোক্ত*।

[৪৪] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ আল-আমিরী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭।

[৪৫] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮।

[৪৬] *পূর্বোক্ত*।

[৪৭] *লাবীদ ইব্ন রাবী'য়াহ আল-আমিরী*, পৃ. ৪১; *দিওয়ান লাবীদ ইবন রাবী'য়াহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৫।

[৪৮] *আল-শির ওয়া আল-শু'আরা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬; আহমাদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪।

[৪৯] *আল-শির ওয়া আল-শু'আরা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩; ইবন হাজার আল-আস কালানী, *আল-ইসাবা*, ৩য় খণ্ড (মিসর: ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩২৬।